আবিষ্কার গাইড - ৩

ঈশ্বরের কাছে আমার জীবনের সত্যিই কি কোন মূল্য আছে ?

কোন কোন সকালে এই জগৎকে স্বর্গ মনে হয় । আপনি জেগে উঠে বাতায়নের বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস নেন, গাছের পাতায় পাতায় লক্ষ্য করেন সোনালী রোদের প্রতিফলন । কিছু কিছু মুর্হূতে জীবন মূল্যবান মনে হয়। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আলাপন, পরিবেশ অনুগ গানের ঐক্যতান, শিশুর মধুর হাসি , সবই মেন হয় প্রাণোচ্ছল ।

কিন্তু কোন কোন সকালে এই জগৎকে জঘন্য মনে হয় । সকালে সংবাদপত্রের শিরোনাম দেখে আপনি আতঙ্কিত হন, আবার এক আতঙ্কবাদীর বোমা কাউকে পঙ্গু বা অন্ধ করে দিয়েছে । সেই কুখ্যাত খুনী তার দশম খুনটা করে ফেলেছে । দুর্ভিক্ষ, বন্যা, যুদ্ধ, কিম্বা ভুকম্প আবার সর্বনাশা আঘাত হেনেছে । এই সব মুহূর্তে কিছুই ভালো লাগেনা । সবই বিস্বাদ। সর্বত্র বিষাদ । এসবের কারণ কি ? এই মনোরম এবং ভয়ঙ্কর জগতের তাৎপর্য কি আমরা বুঝতে পারি ? আমরা কেন জগতে এসেছি ? ঈশ্বরের কাছে আমার জীবনের সত্যেই কি কোন মূল্য আছে ? নাকি আমি নিছক কোন খেলার পুতুল মাত্র ?

১। ঈশ্বর জগৎকে নিখুঁতভাবে নির্মাণ করেছিলেন

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা , তিনিই সুপারনোভা (কষ্ণগহ্বর) থেকে প্রজাপতির পাখা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুর রূপকার এবং স্রষ্টা ।

‘‘আকাশমন্ডল নির্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে । ... তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হ ইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল ’’। - গীত ৩৩ : ৬ - ৯

ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই সকল বস্তু কার্য করে চলে।

২। ছ দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি

‘কে ননা সদাপ্রভু আকাশমন্ডল ও পৃথিবী , সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন ; এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন ’ - যাত্রা ২০ : ২১

অনন্ত সর্বশক্তিমান স্রষ্টা এক মুহূর্তে , ‘ তাঁর মুখনির্গত শ্বাসে ’ এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করতে পারতেন । কিন্তু এই কাজ তিনি ছ দিনে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন । বাইবেলের প্রথম পুস্তকে অর্থাৎ আদিপুস্তকের ১ অধ্যায়ে ঈশ্বর সৃষ্টিসপ্তাহের কোন দিনে কি কি সৃষ্টি করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে ।

ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর তাঁর কোন সেরা সৃষ্টিটি করেছিলেন !

‘ ঈশ্বর আপনার প্রতি মূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ এবং স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন ’ - আদি ১ : ২৭

ঈশ্বর মানুষকে বিবেচনা, বিচারবুদ্ধি এবং প্রেমভাব দিয়ে নিজের সাদৃশ্যে গড়েছিলেন । প্রত্যেক ব্যাক্তিই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত । ছ দিনে ঈশ্বর পৃথিবীকে গাছ পালা ও পশু পক্ষিতে ভরিয়ে সর্বশেষে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন রাখলেন । আদি ১ : ২৭ অনুসারে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলি থেকে আদমের শরীর নির্মাণ করেন । তারপর সেই শরীরের নাসারন্ধ্রে ‘প্রাণবায়ু’ প্রবেশ

করালে মানুষ ‘সজীব প্রাণী ’ হয়ে গেল । আদম মানে মানুষ, আর হবা মানে জীবিত (২:২০; ৩ : ২০) । প্রেমময় ঈশ্বর মানুষের সঙ্গিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন ।

আদিম ও হবা ছিলেন নিখুঁত পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি । ঈশ্বর তাদের নিজের আজ্ঞাবহে রোবট করে সৃষ্টি করতে পারতেন । কিন্তু তাঁর ছিল অন্য বাসনা : তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃত সম্পর্ক । রোবট অনেক কিছু করতে পারলেও ভালবাসতে পারে না ।

নিজের অবয়বে তিনি আমাবের সৃষ্টি করার জন্য আমরা স্মৃতি , মেধা ও মনোনয়নের যোগ্যতা পেয়েছি । আদম ও হবা ছিলেন ঈশ্বরের স্নেহধন্য সন্তান ।

৩। নিষ্কলুষ জগতে পাপের অনুপ্রবেশ

সুখী জীবনের জন্য যা যা দরকার আদম ও হবার সে সকলের অভাব ছিল না। তারা সুবিমল জগতে এক অনিন্দ্যসুন্দর উদ্যান বাটিকায় দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তি উপভোগ করতেন (আদি ২:৮, ১:২৮-৩১) । ঈশ্বরতাদের বংশবৃদ্ধি , সৃজনী চিন্তা শক্তি ও কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সন্তোষ লাভের অধিকার দিয়েছিলেন (আদি ১ : ২৮, ২: ১৫) সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তারা মুখোমুখি বার্তালাপ করতেন। উদ্বেগ, ত্রাস বা কোন প্রকার ব্যাধির চিহ্ন তাদের পরমানন্দে কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি ।

কিভাবে পৃথিবী এমন যন্ত্রণা ও বেদনাদায়ক স্থানে পরিনত হল ? আদি পুস্তক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় জগতে পাপ প্রবেশের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করে। অবসর সময়ে এই কাহিনী পাঠ করুন । সংক্ষেপে ঘটনাটি হল :

নিষ্পাপ জগৎ সৃষ্টি করার কিছু পরে, এদন উদ্যানে শয়তান আদম ও হবাকে তাদের স্রষ্টার অবাধ্য করার জন্য প্রবেশ করে । সদসদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের মধ্যেই শয়তানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল । সেই জন্যেই ঈশ্বর প্রথম মানব ও মানবীকে পরিস্কারভাবে এই বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন , বলেছিলেন এই আদেশ অমান্য করলে তাদের মৃত্যু হবে।

একদিন হবা এই নিষিদ্ধ গাছের আশ পাশে ভ্রমণ করছিলেন , হঠাৎ শয়তান এসে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে নেয় এবং সে হবাকে বলে যে এই বৃক্ষের ফল ভোজন করলে সে মরবে না তো বটেই বরং ঈশ্বরের সমান জ্ঞানের অধিকারী হবেন ভালোমন্দ জ্ঞান বিচারের শক্তি পেয়ে । দুঃখজনকভাবে হবা এবং অতঃপর আদম নিষিদ্ধ ফলের আকর্শন ও শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন । ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল আদম ও হবা সৃষ্ট জগতের তত্ত্বাবধান করবেন (আদি ১ : ২৬) । কিন্তু এই দম্পত্তি শয়তানকে নির্বাচিত করে বিধিভঙ্গ করেন । আজ শয়তান জগৎকে নিজের বলে দাবি করে এবং মানুষকে তার দাসে পরিণত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে । অদৃশ্য শক্তি শয়তানই মানুষের ব্যর্থতার মূল কারণ।

আদি ৩ অধ্যায়ে দেখবেন পাপের ফলে আদম এবং হবা ভয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন । পাপ সারা সৃষ্টিকে দূষিত করে । গোলাপের সঙ্গেই থাকে কাঁটা । মৃত্তিকা খরার প্রকোপে পতিত হয় । অন্নাভাব , মহামারী , ব্যাধি, প্রকট আকারে ধারণ করে । সবচেয়ে সাংঘাতিক বিষয় হল পাপের মাধ্যমে আগত মৃত্যু !

৪। কে এই শয়তান যে জগৎকে পাপে পরিপূর্ণ করে ?

''সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই । সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা ।''
- যোহন ৮ ঃ ৪৪

যীশুর কথামতো, বিশ্বে শয়তানই পাপের মূল উৎস , সে পাপের জনক, অর্থাৎ খুনী এবং মিথ্যাচারী । প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসাকে বেছে নেয় । ঈশ্বর তাঁর প্রেমের সহভাগিদারের জন্য সৃষ্ট প্রাণীদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদানের প্রবল ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠিত হননি । তিনি জানতেন কেউ হয়তো তাঁর সেবা করা পছন্দ করবে না । শয়তান ই ব্রহ্মান্ডের প্রথম প্রাণী যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাংঘাতিকভাবে মনোনয়ন করে । পাপের বেদনায়ক কাহিনী তার মাধ্যমেই শুরু হয় (যোহন ৮ঃ৪৪ ; যোহন ৩ ঃ ৮)

৫। ঈশ্বর কি শয়তানকে সৃষ্টি করেছিলেন ?

না ! সৎ ঈশ্বর কদাপি শয়তান সৃষ্টি করতে পারেন না । বাইবেলে উল্লেখ আছে , দিয়াবল তার প্রবঞ্চিত দূতগণ সহ স্বার্থের অধিকার হারিয়ে পৃথিবীতে বিতাড়িত হয় ।

‘‘ আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল ; মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইল না ,এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না । আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল ; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল এবং শয়তান বলা যায় , সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায় ; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগন ও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল ’’ - প্রকাশিত ১২ : ৭ - ৯

স্বর্গে শয়তান কি ভাবে প্রধান স্থান লাভ করেছিল ?

‘‘তুমি অভিষিক্ত আচ্ছাদক করার ছিলে , আমি তোমাকে স্থাপন করিয়াছিলাম , তুমি ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতে ছিলে, তোমার সৃষ্টি দিন অবধি তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলে ; শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল ’’ - যিহিস্কেল ২৮ : ১৪, ১৫

ঈশ্বর শয়তান সৃষ্টি করেননি , তিনি লুসিফারকে সিদ্ধ দূতরূপে সৃষ্টি করেছিলেন , সে স্বর্গের অন্যতম পরিচালক দূত ছিল এবং সে ঈশ্বরের পাশে দন্ডায়মান থাকত । তার পর সে পাপ করল - তার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল । স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে আদম ও হবার বন্ধু সেজে সে মানবজাতির ভয়ঙ্কর শত্রুতে পরিণত হয় ।

৬। লুসিফার, সিদ্ধ দূত , কিভাবে পাপ করল ?

‘‘ হে প্রভাতি - তারা ! ঊষানন্দন ! তুমি তস্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ ! .... তুমি মনে মনে বলিয়াছিলে , ‘আমি স্বর্গারোহণ করিব, ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের ঊর্দ্ধে আমার সিংহাসন উন্নত করিব ... আমি পরাৎপরের তুল্য হইব ।’’ - যিশাইয় ১৪:১২-১৪

যে দূত শয়তানে পরিণত হয়, তার আসল নাম লুসিফার - মানে ‘প্রভাতি - তারা ’’। এই দূতের মনে উপাসনা পাওয়ার প্রবল বাসনা জাগ্রত হয় । অহমিকার বীজ বর্দ্ধিত হলে সে ঈশ্বরের আসন দখল করতে চায় ।

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অন্য দূতদের সে স্বপক্ষে আনার প্রচেষ্টা চালায়, ঈশ্বর কিছু জিনিস নিজের দখলে রেখেছেন , দিব্য ব্যবস্থা পালন করা অসম্ভব। ঈশ্বর বেপরোয়াভাবে সার্বভৌমিত্য বজায় রেখেছেন । সে প্রেমের প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে । স্বর্গের এই বিতর্কের কিভাবে সমাধান হয় ?

‘তোমার চিত্ত গর্বিত হইয়াছিল .....আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম ।
- যিহি ২৮ : ১৭

দম্ভ মুখ্য দূতকে দিয়াবল বা শয়তান পরিণত করে এবং স্বর্গে শান্তি এবং ঐক্য বজার রাখতে , তার সঙ্গে তার সমর্থক এক - তৃতীয়াংশ বিদ্রোহী দূতকে স্বর্গভ্রষ্ট করা হয় (প্রকাশ ১২ : ৪, ৭ - ৯)।

৭। পাপের জন্য দায়ী কে ?

পাপ করার অযোগ্যতা দিয়ে ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন নি ? তাহলে তো জগতে মন্দতার কোন সমস্যাই থাকত না । কিন্তু ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক করতে চেয়েছিলেন । সুতরাং ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন ' (আদি ১ : ২৭) তার মানে আমরা স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল । আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করতে পারি কিম্বা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি। মনোনয়নের স্বাধীনতা ঈশ্বরদূতগণ এবং মানুষকে প্রদান করেছেন ।

'' যাহার সেবা করিবে তাহাকে অদ্য মোননীত কর ''। - যিহোশূয় ২৪ : ১৫

ঈস্বর তাঁরসৃষ্ট প্রাণীদের সৎকার্য করার জন্য বিচারশক্তি এবং বিবেক দান করেছেন । বিবেচনার মাধ্যমে মানুষ প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম । ঈশ্বর আকাঙ্খা করেন প্রানিগণ যেন স্বেচ্ছায় তাঁকে এবং তাদের উপর নির্ভর করেন ।

৮। ক্রুশের শক্তি পাপের বিনাশক

পাপের মরক বিস্তারের পূর্বে ঈশ্বর কেন লুসিফারকে ধ্বংস করে দেননি ? লুফিসার ঈশ্বরের রাজেত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছিল । ঈশ্বর সম্পর্কে সে মিথ্যা বলেছিল । ঈশ্বর যদি তৎক্ষণাৎ লুসিফারকে বিনষ্ট করে দিতেন , দূতগণ তাঁকে প্রেমের বদলে ভয়ে ভয়ে উপসনা করতেন । তাহলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জীবকে সৃষ্টি করার কোন অর্থই থাকত না । কিভাবে কেউ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের পন্থা জানতে পারে ? বিপরীত পথ প্রদর্শনের জন্য সেই কারণেই ঈশ্বর একটা সুযোগ শয়তানকে দিয়েছিলেন , আদম এবং হবাকে প্রলুব্ধ করার সুযোগ।

এই জগৎ একটা পরীক্ষার স্থান । এখানে শয়তান ও তার চরিত্রের বিপরীতে রয়েছে ঈশ্বর এবং তাঁর প্রকৃতি । কে সঠিক ? কার উপরে আমারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি ? শয়তান এতবড় প্রবঞ্চক যে তার ধ্বংসাত্মক অভিসন্ধি জানতে অনেক সময় লেগে যায় । কিন্তু ঘটনাক্রমে সকলেই জানতে পারবে যে । ' পাপের বেতন মৃত্যু ' এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ - দান আমাদের প্রভু ও যীশু খ্রীষ্টতে অনন্ত জীবন' (রোমীয় ৬ ঃ ২৩) । তখন জগতের সকল প্রাণী একবাক্যে বলবে ঃ

‘ মহৎ ও আশ্চর্য্য তোমার ক্রিয়া সকল, হে প্রভু , ঈশ্বর, সর্ব্বাশক্তিমান ; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল, হে যুগ পর্য্যায়ের রাজন ..... কেননা সমস্ত জাতি আসিয়া তোমার সন্মুখে ভজনা করবে, কেননা তোমার ধর্ম ক্রিয়া সকল প্রকাশিত হইয়াছে ’ - প্রকাশিত ১৫ : ৩,৪।

পাপের ভয়ানক প্রকৃতি এবং শয়তানের তত্তের ভয়ঙ্কর পরিণতি সকলে উপলব্ধি করবার পরেই ঈশ্বর শয়তান ও পাপের বিনাশ সাধন করবেন । যারা একগুঁয়ে হয়ে তাঁর অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করে শয়তানের বিকল্প পথকে আঁকড়ে থাকবে তাদের ও তিনি বিনষ্ট করবেন । তিনি তাদের চিরতরে বিনষ্ট করে দেবেন , তারা আর কোনদিন মাথা তুলতে পারবে না ।

ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন , জ্বলন্ত অগ্নির মাধ্যমে তিনি চির তরে পাপ নিঃশ্বেষ করে জগৎকে পরিশুদ্ধ করবেন ।

‘তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমারা এমন নূতন আকাশমন্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি , যাহার মধ্যে ধার্মিকতা বসতি করে । - ২ পিত ৩ ঃ ১০, ১৩

শয়তান এবং পাপের চিরন্তন ও বিনাশ করা মাধ্যমে সম্ভবপর হবে ?

‘‘ ভাল, সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী , তখন তিনি আপনিও তদ্রুপ তাহার ভাগী হইলেন ; যেন মৃত্যুদ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করেন ’’ - ইব্রীয় ২ : ১৪ , ১৫

স্বর্গদূতগণ এবং অপতিত জগৎ সমূহের বাসিন্দাগণ ক্রুশে শয়তানের প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন - প্রবঞ্চক , মিথ্যাবাদী , নরঘাতক । ঈশ্বরের নির্দোষ পুত্রকে হত্যা করতে মানুষকে প্ররোচিত করার মাধ্যমে তার চরিত্র প্রকট হয়েছে । সারা ব্রহ্মান্ড প্রত্যক্ষ করেছে পাপের মনির্ম নিষ্ঠুরতা । ক্রুশ শয়তানের সম্পূর্ণ মুখোশ খুলে দিয়েছে । ঈশ্বর যখন শয়তান এবং তার অনুচর পাপীদের বিনাশ করবেন তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে, ঈশ্বর ন্যায় পরায়ণ ।

যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু সারা জগতের সামনে শয়তানের অভিসন্ধি ফাঁস করে দিয়েছে (যোহন ১২ : ৩০,৩১) । ক্রুশ যীশুর চরিত্র ও প্রকাশ করে দিয়েছে -জগতের ত্রাণকর্তা । গলগথায় ক্ষমতালোভের ভালোবাসার তুলনায় প্রকৃত প্রেমের নিদর্শন প্রকটিক হয়েছে । প্রশ্নাতীতভাবে ক্রুশে প্রেমের নিঃস্বার্থ বলিদান ঈশ্বরকে শয়তান, পাপ, এবং দুরাচারী নরনারীকে বিনাশ করতে প্রণোদিত করেছে । ক্রুশে খ্রীষ্টের স্বতঃস্ফূর্ত বিবরণমূলক দিব্য নিঃস্বার্থ প্রেম শয়তানকে মারাত্নকভাবে পরাভূত করেছে । যুদ্ধ শেষে ব্যাক্ত হয়েছে কে জগৎকে শাসন করবে, খ্রীষ্ট না শয়তান । আর ক্রশ সর্বকালীন ফলশ্রুতি ঘোষণা করেছে । অবশ্যই খ্রীষ্ট সর্বোপরি শাসক ।

আপনি কি ত্রাণকর্তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক করতে পেরেছেন , যিনি অদ্বিতীয় অপরিবর্তনীয় প্রেম প্রদর্শন করতে স্বচ্ছন্দে মৃত্যুবরণ করেছেন ? পাপের দন্ড থেকে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য যিনি আপনার স্থলে মৃত্যুবরণ করতে মানবরূপে আবির্ভূত হলেন তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম ? আপনি কি এখনই যীশুর সামনে মস্তক অবনত করে তাঁকে আপনার জীবনে স্বাগত জানাবেন না ?

প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক থোমাস কার্লাইল যখন লন্ডনের এক কদর্য পথ দিয়ে এমারসনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিষ্ঠুরতা ও মন্দতা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন , তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন , ‘ এখন তো তুমি শয়তানকে বিশ্বাস কর ‘?

উত্তর পত্র - ৩

ঈশ্বরের কাছে আমার জীবনের সত্যিই কি কোন মূল্য আছে ?

আবিস্কার গাইড ৩ পাঠ করে উত্তর পত্রটি পূরণ। সত্য হলে সত্য মন্তব্যের নিচে এবং মিথ্যা হলে মিথ্যা মন্তব্যের তলায় দাগ দিন:

১। সত্য । মিথ্যা সৃষ্টিকালে ঈশ্বর কথা বললেন আর আকাশমন্ডল সৃষ্টি হল ।

২। সত্য । মিথ্যা ঈশ্বর আদম ও হবাকে সৃষ্টিসপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি করলেন।
সত্য । মিথ্যা প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং সাদৃশ্য গঠিত ।
সত্য । মিথ্যা ঈশ্বর আদম কে জল থেকে সৃষ্টি করেছিলেন

৩। সত্য । মিথ্যা ঈশ্বর আদমকে নিখুঁত জগতে বাসস্থান দিয়েছিলেন
সত্য । মিথ্যা ঈশ্বর আদম এবং হবাকে বলেছিলেন সদসদ জ্ঞনদায়ক বৃক্ষের ফল খেলে তারা জ্ঞানী হবেন ।
সত্য । মিথ্যা পাপ করে আদম ও হবা লুকিয়ে পড়েছিলেন
সত্য । মিথ্যা শয়তান আদম ও হবাকে স্রষ্টাকে অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিল ।
সত্য । মিথ্যা আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করে তা হবাকে খেতে দিয়েছিলেন
সত্য । মিথ্যা আদম এবং হবাকে প্রলুব্ধ করে পাপ করিয়ে শয়তান তাদের হাত থেকে জগতের কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়

৪। সত্য । মিথ্যা শয়তান ই পাপের আদি কারণ।

৫। সত্য । মিথ্যা ঈশ্বর দুষ্ট শয়তান সৃষ্টি করেছিলেন ।
সত্য । মিথ্যা ঈশ্বর লুফি সারকে সিদ্ধ দূতরূপে নির্মাণ করেছিলেন , কিন্তু সে ঈশ্বরের প্রতি ইর্ষান্বিত হয় এবং পাপকে মনোনীত করে সে নিজেই শয়তানে পরিণত হয়।

৬। সত্য । মিথ্যা শয়তানকে স্বর্গ থেকে আমাদের নবসৃষ্ট জগতে নিক্ষেপ করা হয় ।

৭। সত্য । মিথ্যা ঈশ্বর মানুষকে পাপ করা বা না করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন

৮। সত্য । মিথ্যা ক্রুশে যীশু ঈশ্বরের প্রমময় প্রকৃতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন ।